দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ১২ JUL 2017 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণে উল্টো ফল

এম এইচ রবিন ●

শ্রম, অর্থ ও সময় বাঁচানোর পাশাপাশি দুর্নীতি কমানোর লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণ করে অনলাইনে বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির (মান্থলি পে-অর্ডার) কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু এ পদক্ষেপ হিতেবিপরীত হয়েছে। ঘুষ ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে শিক্ষা মাঠ প্রশাসন কার্যালয়।

জানা গেছে, মাঠপর্যায়ের কমকর্তাদের অনিয়ম, বেপরোয়া ঘুষ-দুর্নীতিতে বেকায়দায় পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। তাই এ ব্যাপারে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। আর দুর্নীতি, অনিয়ম বন্ধ না হওয়ায় বিকল্প ভাবার কথাও জানিয়েছেন মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান।

ঘুষ-দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত শিক্ষা মাঠ প্রশাসন

ময়মনসিংহ সদরের মাইজবাড়ী আবদুল খালেক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) পদে ২০১৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ পান সায়মা নিলুফা। সরকারি বিধি মোতাবেক প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই তিনি নিয়োগ পান। এর পর তিনি তার এমপিওভুক্তির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) ময়মনসিংহ আঞ্চলিক উপপরিচালকের কার্যালয়ে আবেদন করেন। তবে উপপরিচালক আবদুল খালেক দেড় বছর ধরে এই শিক্ষককে হয়রানি করছেন। নানা ঠুনকো অজুহাতে তিনি কালক্ষেপণের পর মাউশির মহাপরিচালককে চিঠি দিয়ে জানতে চান, সায়মা নিলুফাকে এমপিওভুক্ত করা যায় কিনা? এই চিঠির জবাবে মহাপরিচালকের নির্দেশে ২ এপ্রিল মাউশির সহকারী পরিচালক মো. সবুজ আলম এক চিঠি দিয়ে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক উপপরিচালককে জানিয়ে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণে উল্টো ফল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) দেন শিক্ষক সায়মা নিলুফাকে এমপিওভুক্ত করতে। তবে মাউশির এ চিঠিকেও পাত্তা দেননি উপপরিচালক। তিনি এখনো এই শিক্ষককে ঘোরাচ্ছেন। উল্টো মাউশির ওই চিঠিটি বাতিল করাতেও চেষ্টা করেন ওই কর্মকর্তা। উপপরিচালকের দফতরে ঘুরে ঘুরে হয়রান এই শিক্ষক। সব ধরনের সরকারি শর্ত পূরণের পরও একজন নারী শিক্ষককে দিনের পর দিন এভাবে হয়রানির বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়সভায় শিক্ষার মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তার বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী। তিনি ময়মনসিংহের ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বলেন, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা কীভাবে ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশ অমান্য করার সাহস দেখান? বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির কাজ করার দায়িত্বে থাকা শিক্ষার মাঠ প্রশাসনের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন তিনি।

সারা দেশের উপজেলা, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা ও আঞ্চলিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়টি জোরালোভাবে মনিটরিং করে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরপ্রধানদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

জানা গেছে, সম্প্রতি পর পর মাউশির চারটি পৃথক আদেশ অমান্য করেছেন পটুয়াখালী জেলা শিক্ষা অফিসার। এ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেন চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ। এ ছাড়া অনেক শিক্ষক সশরীরে মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করেছেন।

সম্প্রতি ভোলার লালমোহন উপজেলার সাতানী বদিউজ্জামান নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের প্রাপ্যতা না থাকার পরও প্রধান শিক্ষক নিজের শ্যালিকাকে নিয়োগ দেন। শিক্ষকের প্রাপ্যতা না থাকায় এমপিওভুক্তির আবেদন বাতিল হয়ে যায়। এর পর ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে এমপিওভুক্ত হয়েছেন রেহনুর বেগম নামে ওই শিক্ষক। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ) জালিয়াতির প্রমাণ পেয়েছে। একই জেলার চরফ্যাশন উপজেলার দক্ষিণ শিবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে এমপিওভুক্ত হয়েছেন এ কে এম মোসলে উদ্দিন। অথচ তার লাইব্রেরি সায়েন্সের ডিপ্লোমা সনদ ভুয়া। তিনি কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হননি।

গত মার্চ মাসে মাউশির পরিচালকের (মাধ্যমিক) নাম ব্যবহার করে জালিয়াতির আশ্রয় নেন পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা জেলার কয়েকজন শিক্ষক। তারা পরিচালক অধ্যাপক ইলিয়াস হোসেনের নাম ও স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া চিঠি ইস্যু করেন। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে প্রাপ্যতার বাইরে অতিরিক্ত শাখার ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, জালিয়াতির মাধ্যমে অনুমোদনহীন বিষয়ের প্রাপ্যতার অতিরিক্ত, ভুয়া সনদধারী ও বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী না থাকলেও এমপিওভুক্ত হচ্ছেন শিক্ষকরা। অবৈধ এই এমপিও পেতে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে উপজেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা থেকে জেলা শিক্ষা অফিস, জেলা থেকে আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস থেকে মাউশি, মাউশি থেকে আইন শাখা, সেখান থেকে ইএমআইএস শাখা পর্যন্ত এমপিওভুক্তির ফাইল অনুমোদন করাতে লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয় প্রার্থীকে।

অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়টি স্বীকার করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, প্রায়ই এমপিওভুক্তির অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগ আমার কাছে আসে। তাৎক্ষণিক তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিই। তিনি আরও বলেন, দুর্নীতি, ভোগান্তি কমানোর জন্য এমপিও প্রক্রিয়া অনলাইন ও বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এর পরও দুর্নীতি-অনিয়ম বন্ধ না হওয়ায় বিকল্প ভাবতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক আদেশে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এমপিওভুক্তির কাজ শিক্ষার মাঠ প্রশাসনের ৯টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। এর পর থেকেই দুর্নীতির হিড়িক পড়ে যায় আঞ্চলিক অফিসগুলোয়। এমপিওভুক্তির প্রায় প্রতিটি কাজে নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ আসতে থাকে মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।